B.A 2nd Sem

Sub- BENGALI (Major)

Paper : 2026

বাঙ্গালীর ইতিহাস : নীহাররঞ্জন রায়

ভারতীয় জনতত্ত্বে বাঙালীর স্থান

১। প্রশ্ন : আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর পরিচয় দাও।

উত্তর : নিম্নবর্ণের বাঙালি বা বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠী। এই নরগোষ্ঠীর বিস্তার (মধ্য ভারত, পশ্চিম ভারত, পূর্ব ভারত, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত) ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) থেকে একেবারে অস্ট্রেলীয়া পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। এদের দেহ বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে লেখক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, এরা "খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্ত নাস, তাম্রকেশের" লোক হয়। অর্থাৎ--- আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর বংশধরদের দেহ খাটো, মুণ্ড দীর্ঘ, চুল তাম্রবর্ণের হয়। পশ্চিম ভারতে ও উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশে যারা বাস করে, যাদের হিন্দু সমাজ বিন্যাসের প্রান্তসীমায় স্থান দেওয়া হয়েছে,---- তারা ; মধ্য ভারতের কোল, করোয়া, ভীল, মুণ্ডা, মালপাহাড়ী, খারওয়ার, ভূমিজ--- প্রভৃতি ; দক্ষিণ ভারতের করুব, য়েরুব, চেঞ্চু--- প্রভৃতি ; বেদে বা বৈদিক সাহিত্যে এবং বিষ্ণু পুরাণে যাদের 'নিষাদ' বলা হয়েছে, যাদের গায়ের বর্ণ অঙ্গার কৃষ্ণবর্ণ, যাদের দেহ খাটো, যাদের মুখ চ্যাপটা--- তারা ; ভাগবত পুরাণে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে--- কাককৃষ্ণ, দেহ দৈর্ঘে যারা অতি খাটো, যাদের বাহু খাটো, প্রশস্ত নাস, চোখ রক্তবর্ণের এবং যাদের কেশ তাম্রবর্ণের---- তারা ; পুরাণে উল্লেখিত--- ভীল-কোল্লরা ;---- প্রভৃতি সবাই আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর বংশধর। বাংলাদেশের--- রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, বাঁশফোঁড়, ভূমিজ-মুণ্ডা, মালপাহাড়ী

প্রভৃতিদের মধ্যে আদি অস্ট্রেলীয় রক্তমিশ্রণ ঠিক কতটা হয়েছিল বলা যাচ্ছে না, তবে হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা একমত। এইজন্যেই মধ্য-ভারতের, দক্ষিণ ভারতের এবং বাংলাদেশের আদি অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে দেহ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখা যায়। পণ্ডিত ফন্ আইকস্টেডট্ মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদি অস্ট্রেলীয়দের নামকরণ করেছেন, 'কোলিড' বা 'কোলসম'। এই নামকরণ ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুরূপ তাই গ্রহণযোগ্য বলে লেখক মনে করেন। আবার ফন্ আইকস্টেডট্ সিংহলীয় আদি অস্ট্রেলীয়দের নামকরণ করেছেন 'ভেড্ডিড'। ভারতীয় জনতত্ত্ব গঠনে এই আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

RITA DEY